

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ১৬, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ০২ আষাঢ় ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/১৬ জুন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৯ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২ জুন, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ২৯, ২০০৮

সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৬ নং অধ্যাদেশ) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু, সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০৮ সনের ৬নং অধ্যাদেশ এর ধারা ৩ এর সংশোধন।—সুপ্রীম জুডিশিয়াল কমিশন অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৬ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

“(২) কমিশন নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) প্রধান বিচারপতি—চেয়ারম্যান;

(খ) মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়—সদস্য;

(গ) আপীল বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে তিনজন প্রবীণতম বিচারক—সদস্য;

(ঘ) হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত বিচারকগণের মধ্য হইতে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে দুইজন প্রবীণতম বিচারক—সদস্য;

(ঙ) অ্যাটর্নির্নল জেনারেল—সদস্য;

(চ) সভাপতি, সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন—সদস্য।”; এবং

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

“(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত “ব্যক্তিগণ” অর্থে সংশ্লিষ্ট পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং যেক্ষেত্রে আপীল বিভাগে কর্মরত প্রবীণতম বিচারক প্রধান বিচারপতি হিসাবে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, সেইক্ষেত্রে আপীল বিভাগে কর্মরত পরবর্তী তিনজন প্রবীণতম বিচারক উক্ত বিভাগের কর্মরত তিনজন প্রবীণতম বিচারক হিসাবে গণ্য হইবেন।”।

৩। ২০০৮ সনের ৬নং অধ্যাদেশের ধারা ৪ এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৮) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৯) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৯) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৫(৫) এর বিধান মোতাবেক আপীল বিভাগে বিচারক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে সুপারিশ করিবার জন্য অনুষ্ঠেয় কমিশনের সভায় ধারা ৩(২) (ঘ) এ উল্লিখিত সদস্যদ্বয় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন।”।

তারিখ : ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১২ জুন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।